দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২২।৩।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

037

নারায়ণগঞ্জে প্রাইমারী শিক্ষাঃ অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন

(স্টাফ রিপোর্টার)

'বিদ্যালয়ে যাওয়া আর আসা' এই হলো নারায়ণগঞ্জের সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়ার পরিবেশ। অভিভাবক মহল তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার পরিবেশ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর শিক্ষা অফিসারের দুর্নীতি সব মিলিয়ে বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করা এখন খুব মুসকিল হয়ে পড়েছে। আর এ কারণেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ থানার ৪৯টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার কোমলমতি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া।

জানা গেছে বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীর তুলনায় যেখানে শিক্ষকের প্রয়োজন কমপক্ষে সাড়ে তিন থেকে চারশ জন সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র দুশ ২৪ জন।

এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। তদুপরি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় ও নারায়ণগঞ্জ থানা শাখার কর্মকর্তাদের মধ্যে চলছে কোন্দল আর দলাদলি। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই বিস্তৃতি ঘটেছে এই কোন্দলের। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিবর্তে এটাই হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে আলোচ্য বিষয়। সব চাইতে মজার ব্যাপার। এই কোন্দলে কর্মী শিক্ষকদের একটি দলকে থানা শিক্ষা অফিসার সরাসরি সমর্থন করায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কোন্দল এখন বেশ জমে উঠেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, 'শিক্ষক প্যানেলে' অনেক শিক্ষক রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে না। এব্যাপারে সাধারণ শিক্ষকদের অভিযোগঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে খুশী করতে না পারলে সুপারিশ সম্বলিত কোন নাম প্যানেল থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে যায় না। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অনেকেই খুশী করতে পারেন না। ফলে তাদের নিয়োগ পত্রও জোটে না। আবার খুশী করতে পারলে শিক্ষক প্যানেলও উলট পালট হয়ে যায়।

এছাড়া ৭৮ সালের শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পেতেও নাকি খুশী করতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট এই কর্মকর্তাকে। যাঁরা পারেননি তাদের ভাগ্যে জুটেছে নানা বিড়ম্বনা। কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে যেতে চাইলে তাকে খুশী না করে যেতে পারে না। মাঝে মধ্যে বিদ্যালয়গুলোর জন্য অনেক বিদেশী অনুদান আসে তাও নাকি চোরাই পথে বের হয়ে যায় সময় সময়।

এধরনের অনেক অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকগণ। এব্যাপারে কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করলে তার ভাগ্যে জোটে বদলীর অর্ডার। ভয়ভীতি দলাদলি আর কোন্দল সব মিলিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে এক বিশৃংখল পরিবেশ বিরাজ করছে।